০১ ডিসেম্বর ২০১৫

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ নভেম্বর ২০১৫

রাজনৈতিক সহিংসতা
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে গুম করার অভিযোগ
ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লঙ্ঘন
সংবাদ মাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন
গণপিটুনীতে হত্যা
নারীর প্রতি সহিংসতা
মানবাধিকার, সুশাসন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে বাধা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেদের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে

সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদন্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতা

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৭ জন নিহত এবং ৫৫১ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩৫টি এবং বিএনপি'র ৩টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আওয়ামী লীগের ৪২৭ জন এবং বিএনপি'র ৫১ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২. জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার অভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহ সংকটকাল অতিক্রম করছে। এর ফলে দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে এবং একের পর এক খুনের ঘটনা ঘটছে। এমনকি আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর দুর্বৃত্তরা হামলা করে তাঁদের হত্যা করছে এবং বিদেশী নাগরিকদেরও হত্যাসহ তাদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত আছে। এই অবস্থার মধ্যেই দলীয়ভাবে পৌরসভা নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি নাশকতার অভিযোগে নির্বিচারে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের জন্য যৌথবাহিনী ও পুলিশ বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে এবং বিরোধী দল বিএনপি'র সভা-সমাবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন জেলা থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

এদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন এবং অন্তর্দলীয় কোন্দলের ঘটনাগুলো অব্যাহত আছে। তারা প্রকাশ্যে মারনাস্ত্র নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে।

৩. গত ৪ নভেম্বর ঢাকা জেলার সাভারের আশুলিয়ার বাড়ইপাড়ায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চেকপোষ্টে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে প্রকাশ্যে কুপিয়ে মুকুল হোসেন নামে শিল্প পুলিশের এক কনস্টেবলকে হত্যা করেছে। হামলার সময় দুর্বৃত্তরা পুলিশ সদস্যদের অস্ত্র কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে তাঁরা বাধা দিতেই মুকুল ও নূরে আলমকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। অন্য পুলিশ সদস্যদের কোপানোর সময় বাকী তিনজন পুলিশ সদস্য অস্ত্র ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এই হামলায় পুলিশের আরও চার জন সদস্য আহত হন।[১]

৪. এলাকায় প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত ৬ নভেম্বর রাতে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার চাঁদগ্রামে জাসদ (ইনু সমর্থিত অংশ) ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে জাসদ এর পক্ষে নেতৃত্বে দেন মিনাজ মন্ডল, আমীন ও কটা মালিথা এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ওমর মন্ডল। সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ দুই দলেরই কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন[২]। গত ১১ নভেম্বর দিবাগত রাতে সংঘর্ষে গুরুতর আহত জাসদ সমর্থক বাবুল মন্ডল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। বাবুল মন্ডল এর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে গত ১২ নভেম্বর জাসদ সমর্থকরা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘর ভাংচুর করে ও কয়েকটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৩]

৫. গত ১৪ নভেম্বর সিলেটের বিয়ানীবাজার সরকারী কলেজে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বিয়ানীবাজার উপজেলা কমিটির সাবেক আহ্বায়ক আবুল কাশেম গ্রুপের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতা পাভেল মাহমুদ গ্রুপের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে এক পক্ষের কর্মী-সমর্থকরা একটি শ্রেণীকক্ষে ঢুকে পড়ে। পরে অন্যপক্ষের কর্মী-সমর্থকরাও ওই শ্রেণীকক্ষে ঢোকার চেষ্টা করলে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এই সময় দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকরা শ্রেণীকক্ষের ভেতরে এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়ে। এই ঘটনায় ছাত্রলীগের দুই কর্মী বায়েজিদ মাহমুদ ও সাজু আহমদ গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ অন্তত আটজন আহত হন।[৪]

নির্বাচন, গণগ্রেফতার ও কারা পরিস্থিতি

৬. গত ২ নভেম্বর দলীয় প্রতীকে পৌরসভা নির্বাচনের বিধান রেখে স্থানীয় সরকার আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি। গত ৩ নভেম্বর তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। গত ৯ নভেম্বর মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সংশোধিত আইনের খসড়া অনুমোদন করা হয়। এই সংশোধনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, দলীয়ভাবে আসন্ন পৌরসভাসহ স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হবে।[৫] দলীয় পরিচয় ও প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অধ্যাদেশ জারির পর আচরণ সংক্রান্ত বিধিমালার খসড়া চূড়ান্ত করে গত ৫ নভেম্বর সেটা মতামতের জন্য আইন মন্ত্রনালয়ে পাঠায় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের খসড়া আচরণ সংক্রান্ত বিধিমালায় বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী,

[১] যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ২০১৫
[২] মানবজমিন, ৮ নভেম্বর ২০১৫
[৩] প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর ২০১৫
[৪] প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০১৫
[৫] প্রথম আলো, ১০ নভেম্বর ২০১৫ ও মানবজমিন ১২ নভেম্বর ২০১৫

চিফহুইপ, বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা তাঁদের সমমর্যাদার সরকারি সুবিধাভোগী কোনো ব্যক্তি, হুইপ, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও সংসদ সদস্যরা নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে পারবেন। উল্লেখ্য, আগের আচরণ বিধি মোতাবেক এই ব্যক্তিরা নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে পারতেন না।[৬] দলীয় প্রতীকে প্রথমবারের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য বিধিমালা চূড়ান্ত করার আগে বিরোধী রাজনৈতিক দলসহ জনগণের কোন মতামত নেয়নি নির্বাচন কমিশন। এরপর ব্যাপক সমালোচনার মুখে নির্বাচন কমিশন এই বিধিমালা সংশোধনের প্রস্তাব থেকে সরে আসে। গত ২২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে দলীয় প্রতীকে মেয়র পদে পৌরসভা নির্বাচন ও চেয়ারম্যান পদে উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের বিধান রেখে তিনটি বিল পাস হয়।[৭] গত ২৪ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ২৩৬টি পৌরসভায় আগামী ৩০ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।[৮] সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা ভোটকেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দিয়ে নিজেদের প্রার্থীদের জিতিয়ে নিয়েছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছেন বলে ব্যাপকভাবে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই নির্বাচনগুলোতে অনিয়ম ও দুর্বৃত্তায়ন হলেও নির্বাচন কমিশন এগুলোর ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। ক্ষমতাসীনদলের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে বর্তমান নির্বাচন কমিশন তাদের সাংবিধানিক শপথ ভঙ্গ করেছে এবং সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে দলীয়ভাবে পৌরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেফতার করার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। শুধুমাত্র দলীয় পরিচয়ের কারণেই অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে দলীয় প্রতীকে আসন্ন পৌরসভার নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়া সম্ভব নয় বলে দেশের নাগরিক সমাজ মনে করছেন।

৭. গত ৩ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত যৌথবাহিনী ও পুলিশ সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৫৪৮১ জনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে। গ্রেফতারকৃতদের অধিকাংশই সরকার বিরোধী বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গ্রেফতারকৃতদের অনেকের বিরুদ্ধেই কোন মামলা বা গ্রেফতারী পরোয়ানা নেই। বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের অনেকের বাসাবাড়িতে তালা ঝুলছে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।[৯] এই সময়ে বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উপজেলা সভাপতি রুনা গাজীকে তাঁর ১৩ মাসের শিশু সন্তানসহ গ্রেফতার করা হয়েছে।[১০] ঢাকার পল্লবী থানার ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবু তৈয়ব সম্প্রতি হজ্ব করে দেশে ফিরে আসেন। হজ্বে থাকা অবস্থায়ই জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের নাশকতামূলক কর্মকা- মদদ দিয়েছেন বলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। হজ্বে থাকার প্রমান হিসেবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুলিশকে দেখানোর পরও তিনি রেহাই পাননি।[১১]

৮. দেশের কারাগারগুলোতে বর্তমানে অসম্ভব রকম চাপ বেড়েছে এবং মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। দেশের মোট ৬৮টি কারাগারের সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা ৩৪ হাজার ৪৬০ জন হলেও গত ১৫ নভেম্বর

---

[৬] প্রথম আলো, ১১ নভেম্বর ২০১৫
[৭] ডেইলি স্টার, ২৩ নভেম্বর ২০১৫
[৮] প্রথম আলো, ১ ডিসেম্বর ২০১৫
[৯] যুগান্তর, ১০ নভেম্বর ২০১৫
[১০] নয়াদিগন্ত, ১৪ নভেম্বর ২০১৫
[১১] বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৬ নভেম্বর ২০১৫ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2015/11/17/110024

পর্যন্ত সেখানে বন্দী ছিলেন ৭৮ হাজার ৮২২ জন।[১২] মাত্রাতিরিক্ত বন্দি সামলাতে কারা কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এরই মধ্যে কারাগারগুলোতে ঘুমানোর জায়গার অভাব এবং সেই সঙ্গে খাবার, চিকিৎসা, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সংকট সৃষ্টি হয়েছে।[১৩]

৯. গত ১০ নভেম্বর নাটোরের সিংড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং গুরুদাসপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন ব্যাপক অনিয়ম ও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের ভোট কেন্দ্র দখলের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গ্রহনের শুরুতেই সিংড়া উপজেলার আগতিরাইল, বাঁশবাড়িয়া, নূরপুর, হরিপুর, রাখালগাছা, রাকসাসহ অন্তত ১০টি কেন্দ্র থেকে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী ফয়জুন নেছা পুতুলের আনারস মার্কার এজেন্টদের বের করে দেয় সরকার সমর্থকরা। উপজেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট মজিবর রহমান মন্টু অভিযোগ করেন এইসব কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী শফিকুল ইসলাম শফির সমর্থকরা বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে ব্যালট পেপারে ভোটারদের প্রকাশ্যে সিল মারতে বাধ্য করে। এছাড়া রাকসা কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালট বই ছিনিয়ে নিয়ে সরকার সমর্থকরা সিল মারে। এই পরিস্থিতিতে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী ফয়জুন নেছা পুতুল সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন বর্জন করেন। গুরুদাসপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনের সময় ধারাবারিষা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর সমর্থকদের হামলায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজের ছেলে মিন্টু ও তাঁর ভাইয়ের ছেলে রাজু ও হামিদুল গুরুতর আহত হন।[১৪]

সভা-সমাবেশে বাধা

১০. সরকার বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিচ্ছে এবং এতে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর ফলে দেশে রাজনৈতিক অবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে।

১১. গত ৫ নভেম্বর মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন পুলিশের বাধায় প- হয়ে গেছে। জেলা বিএনপি'র সাধারন সম্পাদক আলী আজগর রিপন মল্লিকের সোনারং গ্রামের বাড়ির সামনের মাঠে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিলো। আলী আজগর রিপন মল্লিক জানান, গত ৪ নভেম্বর রাতে তিন দফা টঙ্গীবাড়ী থানার পুলিশ সম্মেলনের জায়গায় গিয়ে সম্মেলন না করার জন্য নির্দেশ দিয়ে আসে।[১৫]

১২. ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিএনপির নেতা-কর্মীরা 'বিপ্লব উদ্যানে' ফুল দিতে গেলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয় এবং পুলিশ বিএনপির নেতা-কর্মীদের উদ্যানের ভেতরে যেতে দেয়নি।[১৬]

১৩. *অধিকার* মনে করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে সরকার দেশকে এক চরম সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি প্রায়

[১২] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ নভেম্বর ২০১৫ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2015/11/17/110024
[১৩] নয়াদিগন্ত, ১৮ নভেম্বর ২০১৫
[১৪] মানবজমিন ও নয়াদিগন্ত, ১১ নভেম্বর ২০১৫
[১৫] মানবজমিন, ৬ নভেম্বর ২০১৫
[১৬] মানবজমিন, ৮ নভেম্বর ২০১৫

ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হয়েছে তাদের জনগনের কাছে জবাবদিহিতা না থাকায় দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্বৃত্তায়ন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। *অধিকার* এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে অবিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও জবাবদিহিতামূলক একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আহ্বান জানাচ্ছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৪. অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য মতে নভেম্বর মাসে ১৩ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৯ জন এবং র‍্যাবের হাতে ৪ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিহত ১৩ জনের মধ্যে ১ জন বিএনপি নেতা, ১ জন জেএমবি'র সদস্য ও ১১ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। হত্যাকা-ের ঘটনাগুলো র‍্যাব-পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ারের'[১৭] ঘটনা হিসেবে দাবি করা হলেও ভিকটিম পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করেছে। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি প্রবলভাবে বিরাজমান।

আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

১৬. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ৫৯ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১০ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ৩৪ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং ৭ জনকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ৮ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৭. গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার, যা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়; যাঁদেরকে রাষ্ট্র শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে লাশ পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রথমে কোন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে কারো কারো লাশ পাওয়া যাচ্ছে বা

---

[১৭] ২০০৯ সালের ১৫ নভেম্বর মাদারীপুরে দুই সহোদর লুৎফর খালাসী এবং খায়রুল খালাসীর তথাকথিত 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। ওই রুলে মাদারীপুরে ক্রসফায়ারে দুই সহোদরের হত্যাকা-কে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, সেই বিষয়ে সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টের ওই বেঞ্চে শুনানীর সময়ে রাষ্ট্রপক্ষ সময় চাইলে আদালত রুলের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ক্রসফায়ার বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ পুনর্গঠন করলে রুল জারিকারী বেঞ্চ ভেঙে যায়। ফলে ঐ রুলের শুনানিসহ এই বিষয় সংক্রান্ত আরো কয়েকটি রুলের শুনানী আজ পর্যন্ত মুলতবী হয়ে আছে।[১৭]

আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে। গুমের ঘটনাগুলো সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এবং অভিযুক্ত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বারবার অস্বীকার করে এসেছেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তে গুম প্রমাণিত হওয়ার পরও[১৮] অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এই ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে।

১৮. পুরানো ঢাকার ব্যবসায়ী মেসার্স বিসমিল্লাহ এ্যালুমিনিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ এর সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন (৩৮) কে ডিবি পুলিশের পরিচয়ে একদল অস্ত্রধারী তাঁর নিজ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। সাইফুদ্দিনের বোনের স্বামী ও মেসার্স বিসমিল্লাহ এ্যালুমিনিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ এর ম্যানেজার এএসএম বাদশা মিয়া *অধিকারকে* জানান, গত ২৮ অক্টোবর সকাল আনুমানিক ৬.৪৫ মিনিটে সাইফুদ্দিনের পশ্চিম শহীদনগরের বাসার সামনে একটি ও ৪ নং গলির মুখে আরো দুটি নেভী ব্লু রংয়ের মাইক্রোবাস এসে অবস্থান নেয়। এরপর ৫ জন সাদা পোশাকের ব্যক্তি হাতে ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বাসার চতুর্থ তলায় গিয়ে সাইফুদ্দিনকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিজেদের ডিবি পুলিশ ও লালবাগ থানা থেকে এসেছে বলে পরিচয় দিয়ে দরজা খুলতে বলে। এই সময় অস্ত্রধারীরা তাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে বলেও দাবি করে। এই সময় কয়েকজন সাদা পোশাকের ব্যক্তি নিচে অবস্থান করতে থাকে। একপর্যায়ে সাইফুদ্দিন দরজা খুলে দিলে তারা বাসার ভেতরে প্রবেশ করে এবং তাঁকে বলে আপনি একটু আমাদের সঙ্গে নিচে আসেন কথা আছে। সাইফুদ্দিন নিচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে জোর করে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যায় তারা। ওই দিনই সাইফুদ্দিনের পরিবারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে লালবাগ থানায় একটি জিডি করা হয়। জিডি নম্বর ১২৪৪। আজ পর্যন্ত সাইফুদ্দিনের কোন খোঁজ পাননি তাঁর পরিবারের সদস্যরা।[১৯]

১৯. গত ৯ নভেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকার মহাখালীর সাততলা বস্তী এলাকায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে হাবিবুর রহমান সুমন (৩০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে র‍্যাব সদর দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। হাবিবুরের স্ত্রী রোকসানা আক্তার বলেন, সেদিন সকালে হাবিবুরের মৃত্যুর খবর পান তাঁরা। গত ৫ অক্টোবর টঙ্গীর বোর্ড বাজার এলাকা থেকে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য পরিচয়ে সাদা পোশাকে একদল লোক একটি ছাই রঙ্গের মাইক্রোবাসে তাঁর স্বামীকে তুলে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে জয়দেবপুর থানায় তিনি একটি সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করেন। ১৫ দিন আগে হাফেজ নামে স্থানীয় এক লোক মিন্টু রোডে একটি সংস্থার হেফাজতে হাবিবুর আছে বলে জানান এবং তাঁকে ছাড়ানোর আশ্বাস দিয়ে তাঁর কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকাও নিয়ে যান। টাকা দেয়ার পর থেকে তিনি হাফেজেরও আর কোন খোঁজ পান নাই।[২০]

২০. জাপানের নাগরিক কুনিও হোশি হত্যায় জড়িত সন্দেহে রাজিব হোসেন সুমন (২৫), নওশাদ হোসেন রুবেল (২৭) ও কাজল চন্দ্র বর্মন (২৫) নামে তিন যুবককে গত ১২ নভেম্বর রাত আনুমানিক ১ টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র সহ আটক করা হয়েছে বলে দাবি করেছে র‍্যাব-৫। তবে তিনজনকেই এক মাসের বেশি সময় আগে সাদা পোশাকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে একদল লোক তুলে নিয়ে যায় বলে দাবি করেছে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। নওশাদ হোসেন রুবেলের পরিবারের পক্ষ

---

[১৮] প্রথম আলো, ১২ অগাস্ট ২০১২, http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-08-12/news/281302

[১৯] অধিকারের সংগৃহীত তথ্য

[২০] প্রথম আলো ১১ নভেম্বর ২০১৫

থেকে অভিযোগ করা হয় যে, কুনিও হোশি হত্যার তিন দিন পর রুবেলকে রাজশাহী শহরে তাঁর শ্বশুড় বাড়ি থেকে সাদা পোশাকের লোকেরা ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তুলে নিয়ে যায় । এরপর রুবেলের আরও দুই ভাইকে তুলে নিয়ে যেয়ে পাঁচ দিন পর তাঁদের ছেড়ে দেয়। রাজিব হোসেন সুমনের মা ববি বেগম জানান, তাঁর ছেলেকে গত ৫ অক্টোবর ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তুলে নিয়ে যায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। এই ব্যাপারে থানায় জিডি করতে গেলে পুলিশ তা গ্রহণ করেনি। কাজল চন্দ্র বর্মনের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, ৫ অক্টোবর রংপুর জেলা জজ আদালতে একটি মামলায় হাজিরা দিতে গেলে সাদা পোশাকে একদল লোক ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে কাজল চন্দ্র বর্মনকে তুলে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে ৮ অক্টোবর কাজল চন্দ্র বর্মনের মা আরতি রানী রায় থানায় একটি জিডি করেন।[২১] উল্লেখ্য, গত ৩ অক্টোবর রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার সারাই ইউনিয়নের কাচু আলুটারী গ্রামে জাপানের নাগরিক কুনিও হোশিকে (৬৫) গুলি করে হত্যা করে তিনজন মুখোশধারী মোটরসাইকেল আরোহী।

২১. গত ২০ নভেম্বর ২০১৫ রংপুর মহানগর বিএনপির সভাপতি ও জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মোজাফফর হোসেনকে তাঁর রংপুরের বাড়ি থেকে সাদা পোশাকের লোকেরা র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যায়। মোজাফফরের ভাইয়ের ছেলে রুবায়েত হোসেন খান *অধিকারকে* জানান, ২০ নভেম্বর ভোর আনুমানিক ৫টায় তাঁদের বাড়ি সাদা পোশাকে র‍্যাবের সদস্যরা ঘিরে ফেলে। র‍্যাব সদস্যদের ডাকাডাকির একপর্যায়ে রুবায়েত দরজা খুলে বাইরে বের হন। ১০/১৫ জনের একদল লোক তাঁর কাছে তাঁর চাচা মোজাফফর হোসেনের বাড়ি দেখিয়ে দিতে বলে। রুবায়েত সাদা পোশাকধারীদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা নিজেদের র‍্যাবের লোক বলে পরিচয় দেয়। এই সময় তিনি বাড়ির সামনে একটি মাইক্রোবাস ও একটি পাজেরো জিপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তিনি তাঁর চাচা মোজাফফরের বাড়ি দেখিয়ে দিলে তারা বাড়ির লোহার কলাপসিবল গেটে ধাক্কা দিতে থাকে। একপর্যায়ে মোজাফফর হোসেন বেরিয়ে আসেন। সাদা পোশাকের লোকেরা মোজাফফর হোসেনকে পোশাক পাল্টে তাদের সাথে রংপুর র‍্যাব অফিসে যেতে বলে। তাদের কথামত মোজাফফর হোসেন পোশাক পাল্টে আসেন এবং সাদা পোশাকের লোকেরা তাঁকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যায়। মাইক্রোবাসে তোলার সময় একজন তাঁর হাত থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে নেয়। ১০/১৫ মিনিটের মাথায় মোজাফরের ফোন থেকে রুবায়েতের ফোনে ফোন করে র‍্যাব সদস্য পরিচয়ে বলা হয় "মোজাফফর সাহেব আমাদের কাছে আছেন আপনারা কোন টেনশন করবেন না, কাল সকালে র‍্যাব অফিসে আসেন"। ২১ নভেম্বর সকাল আনুমানিক ৯ টায় রুবায়েত ও মোজাফরের স্ত্রী র‍্যাব অফিসে যান। অফিসে ঢোকার পর মোজাফফর হোসেনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় মোজাফরের হাত থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে নেয়া ব্যক্তিটি তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন মোজাফফর সাহেব ভালো আছেন। এরপর তাঁরা র‍্যাব অফিসে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু দুপুর আনুমানিক ১২ টায় র‍্যাব মোজাফফর হোসেনকে আটক বা ধরে নিয়ে আসার কথা অস্বীকার করে। পরবর্তীতে মোজাফর হোসেনের পরিবারের পক্ষ থেকে রংপুর সদর থানা, এসপি অফিস ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে বিষয়টি অবহিত করা হয়।[২২] এরপর গত ২৪ নভেম্বর ভোরে মোজাফফর

[২১] যুগান্তর ১৪ নভেম্বর ২০১৫
[২২] অধিকারের সংগৃহীত তথ্য

হোসেনকে লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে বলে জানায় র‍্যাব-১৩। তাঁকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।[২৩]

২২. *অধিকার* মনে করে গুমের ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। *অধিকার* সরকারের কাছে গুমের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

কারাগারে মৃত্যু

২৩. নভেম্বর মাসে ৪ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

২৪. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৫. *অধিকার* কারাগারে বন্দীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানাচ্ছে। কারাগারে বন্দীদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লঙ্ঘন

হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ও নেতার ওপর হামলা

২৬. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জমি দখল থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং তাঁদের উপাসনালয়ে হামলাসহ তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অন্যায় কর্মকান্ড অব্যাহত আছে। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপরে ও তাঁদের উপাসনালয়ে সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলো রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহতভাবেই ঘটে চলেছে।[২৪]

২৭. গত ৫ নভেম্বর গভীর রাতে বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার সুখানপুকুর এলাকার মালিপাড়া দূর্গামন্দিরে দুবৃর্ত্তরা লক্ষী প্রতিমা ভাংচুর করে পার্শ্ববর্তী পুকুর পাড়ে ফেলে রেখে যায়। মালিপাড়া দূর্গামন্দিরের সভাপতি প্রমথ মালী জানান, গত ৩ নভেম্বর এই মন্দিরে লক্ষী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গত ৬ নভেম্বর ভোরে মালিপাড়ার লিলি রানী নামের এক গৃহবধু মন্দিরে গিয়ে প্রতিমা দেখতে না পেয়ে তখন পাড়ার লোকজনকে সেটা জানান।[২৫]

২৮. গত ১২ নভেম্বর মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের কোটগাঁও গ্রামের কৈবর্তপাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী মন্দিরের প্রতিমা ভেঙে ফেলেছে দুবৃর্ত্তরা। কোটগাঁও গ্রামের মম নামের এক নারী গত ১২ নভেম্বর রাত আনুমানিক পৌনে ১ টায় ঘরের পাশের শ্রী শ্রী লক্ষী মন্দিরের মূর্তি হাত-মাথা ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তখন তিনি মন্দির কমিটির সভাপতি বাবু নগেন দাসকে এই

[২৩] প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর ২০১৫

[২৪] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনার দায়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় গোষ্ঠিকে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ভিন্ন কথা বলে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে রামু ও কক্সবাজারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় অধিকার এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন দেখুন। www.odhikar.org

[২৫] মানবজমিন, ৭ নভেম্বর ২০১৫

ব্যাপারে জানান। মন্দির কমিটির সভাপতি নগেন দাস বলেন, "কয়েকদিন আগে লক্ষ্মী পূজা শেষ হয়েছে। তারপর কে বা কারা এই প্রতিমা গুলো ভেঙ্গে ফেলে রেখে যায়।"[২৬]

২৯. গত ১৪ নভেম্বর ঢাকা জেলার সাভার পৌর উত্তরপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা মন্দিরে হামলা চালায় স্থানীয় দুর্বৃত্ত রাব্বি, অনীক, একমন, সবুজ, খায়রুল, নিলয় ও রাজা। হামলার সময় দুবৃর্ত্তরা পূজা দিতে আসা হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী পুরুষদের গালিগালাজ করে। দুবৃর্ত্তদের হামলায় মন্দিরের পূজারী জিবেশসহ ৫ ব্যক্তি আহত হন।[২৭]

৩০. গত ২৪ নভেম্বর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অলোক সেনকে কুপিয়ে জখম করেছে দুবৃর্ত্তরা। অলোক সেনের স্ত্রী শিখা ঘোষ বলেন, "বিকেল আনুমানিক ৪ টায় তাঁর স্বামীকে তাঁদের চর কমলাপুরের বাসা থেকে দুই তরুণ ডেকে নিয়ে রাস্তায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। স্বামীর চিৎকারে তিনি বাইরে ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। তখন ওই দুই তরুণ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তাঁর স্বামীকে আরও কয়েকটি কোপ দিয়ে দ্রুত চলে যায়। হামলাকারী দুজনের মুখ ঢাকা ছিল।"[২৮]

৩১. *অধিকার* সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ও তাঁদের উপাসনালয়ে হামলার ঘটনাগুলোতে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় আনতে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্ত নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে *অধিকার* সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

মুসলমানদের শিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে হামলা

৩২. গত ২৭ নভেম্বর বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার চককানু গ্রামে মুসলমানদের শিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আনুমানিক ১৫ জন মুসল্লি ওই মসজিদে তখন মাগরিব নামাজের পর এশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় তিন-চারজন যুবক মসজিদটিতে ঢুকে প্রধান ফটকটি বন্ধ করে দেয় এবং মুসল্লিদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যান। গুলিতে মসজিদের ইমাম শাহিনুর রহমান, মুয়াজ্জিন মোয়াজ্জেম হোসেন, মুসল্লি আবু তাহের ও আফতাব উদ্দিন গুলিবিদ্ধ হন। এরপর মুয়াজ্জিন মোয়াজ্জেম হোসেন বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[২৯]

খ্রিষ্টান পাদরিদের হত্যার হুমকি

৩৩. রংপুর ও দিনাজপুরের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের চার্চের ফাদারসহ কর্মকর্তাদের প্রাননাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। দিনাজপুর জেলা সদরের উত্তরপাড়ার গণেশ রায়ের পুত্র অতুল রায়ের নামে পাঠানো সরকারি ডাকযোগে হাতে লেখা একটি চিঠি রংপুরের ধাপ এলাকায় খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাপ্টিস্ট চার্জসংঘের ফাদার মি. বার্নবাস এর নামে পাঠানো হয়। গত ২৬ নভেম্বর ফাদার বার্নবাস চিঠিটি হাতে পান। চিঠিতে ফাদার

[২৬] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২৭] যুগান্তর, ১৫ নভেম্বর ২০১৫
[২৮] প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর ২০১৫
[২৯] প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০১৫

মি. বার্নবাসসহ ১০টি খ্রিষ্টান সংগঠনের পাদরিদের নাম উল্লেখ করে তাঁদেরও হুমকি দেয়া হয়। এদিকে গত ২৫ নভেম্বর দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ক্যাথলিক চার্চের ফাদার কার্লসকে তাঁর মোবাইল ফোনে ক্ষুদেবার্তা পাঠিয়ে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে।[৩০]

৩৪. *অধিকার* এই ঘটনাগুলোর ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং অবিলম্বে এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত সত্যিকারের অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

৩৫. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে ৭ জন সাংবাদিক আহত এবং ১ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।

৩৬. সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি, হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মামলা দায়েরের ঘটনাগুলো অব্যাহত আছে। এই ধরণের কার্যকলাপ স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা।

সাংবাদিকের ওপর হামলা

৩৭. গত ৮ অক্টোবর যমুনা টেলিভিশনের রাজশাহীর জেলার প্রতিনিধিরা একটি অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে রাজশাহীর মোহনপুর যাচ্ছিলেন। সেই পথের মৌগাছীর বিদিরপুর এলাকায় তখন যুবলীগ নেতা হাফিজের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবলীগ নেতাকর্মী পণ্যবাহী বিভিন্ন পরিবহন থেকে চাঁদা আদায় করছিলেন বলে জানা যায়। এই ঘটনার ছবি তুলতে গেলে ঐ যুবলীগ নেতার নেতৃত্বে অন্য নেতাকর্মীরা সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায় এবং সাংবাদিকদের বহনকারী গাড়ীও ভাংচুর করে। হামলায় যমুনা টিভি'র স্টাফ রিপোর্টার সোহরাব হোসেন এবং ক্যামেরাম্যান তারেক মাহমুদ রাসেল আহত হন। আহত সাংবাদিকদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার সময় মোহনপুর থানার কয়েকজন পুলিশ সদস্য উপস্থিত থাকলেও তাঁরা সাংবাদিকদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেননি।[৩১]

৩৮. মানবতাবিরোধী অপরাধে সালহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদ- কার্যকরের পর গত ২২ নভেম্বর তাঁর লাশ দাফনের জন্য চট্টগ্রামের রাউজানে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সংবাদ সংগ্রহ করে ফেরার পথে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার গহিরা বাজার এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত মোহনা টিভির গাড়িতে হামলা চালায়। এই সময় দুর্বৃত্তরা গুলি ছুঁড়লে মোহনা টিভির চট্টগ্রাম ব্যুরোর সাংবাদিক রাজিব সেন গুলিবিদ্ধ হন। এই ব্যাপারে গাড়িতে থাকা মোহনা টিভির চিত্রগ্রাহক রিমন জানান, হামলাকারীরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী হতে পারে।[৩২]

---

[৩০] মানবজমিন, ২৭ নভেম্বর ২০১৫
[৩১] যুগান্তর, ৯ নভেম্বর ২০১৫
[৩২] মানবজমিন, ২৩ নভেম্বর ২০১৫

অনলাইন পত্রিকা নিবন্ধনের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত

৩৯. গত ৯ নভেম্বর সরকারের তথ্য অধিদপ্তর এক তথ্য বিবরণীর মাধ্যমে দেশের অনলাইন পত্রিকাগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে পত্রিকার প্রকাশকদের নির্দেশ দিয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর আইন শৃংখলা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের কমিটি 'বিভ্রান্তিমূলক ও অসম্পূর্ণ তথ্য' যাতে ছাপা না হয় এবং এই ব্যাপারে অনলাইন পত্রিকাগুলো যাতে দায়িত্বশীল হতে পারে সেই ব্যপারে একটি উপায় খোঁজার জন্য নির্দেশ দেয়ার পরই এই তথ্য বিবরণী প্রকাশিত হলো। সরকার ইতিমধ্যে ন্যাশনাল অনলাইন মাস মিডিয়া পলিসি ২০১৫ এর খসড়া তৈরি করেছে এবং এতে একটি জাতীয় সম্প্রচার কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অনলাইন পত্রিকাগুলোর কার্যক্রম সমন্বয় ও সেগুলো পর্যবেক্ষণ করবে। এই খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে কোন ধরনের 'বিভ্রান্তিমূলক ও অসম্পূর্ণ তথ্য' প্রকাশ করা যাবে না।[৩৩]

৪০. *অধিকার* মনে করে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার অনলাইন পত্রিকা নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিবদ্ধন দেয়ার ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকায় ভিন্নমতাবলম্বী প্রকাশকদের অনলাইন পত্রিকাগুলো নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। বর্তমানে প্রায় সব ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিরোধীদলীয় মত বা সংবাদ মাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ওপর সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে রাজনৈতিক কারণে ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কারগারে আটকে রাখা হয়েছে। এই সময়ে আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া ছাড়াও ৫ ও ৬ মের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর আক্রমণের ঘটনা রিপোর্ট করায় দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভি'র সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৪১. ফেসবুকে সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগে গত ১২ নভেম্বর রাত আনুমানিক দেড়টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিজয় একাত্তর' হল থেকে স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ইমরান, বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র ফিরোজ, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবদুর রহমান, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রথম বর্ষের ছাত্র গোলাম মোস্তফা এবং তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হানিফকে আটক করে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম আমজাদ আলী বলেন, হল থেকে পাওয়া তথ্য মতে সাত শিক্ষার্থীকে ধরতে প্রক্টরিয়াল টিম বিজয় একাত্তর হলে যায়। এই সময় পাঁচজন শিক্ষার্থীকে পাওয়া গেলেও বাকি দুইজনকে পাওয়া যায়নি।[৩৪] শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক *অধিকারকে* জানান, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় আটক দেখিয়ে আটককৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

৪২. গত ১৮ নভেম্বর থেকে 'নিরাপত্তার' অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশে ফেসবুক, ভাইবার ও হোয়াটসঅ্যাপসহ সামাজিক যোগাযোগের প্রায় সব মাধ্যমই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয় সরকার। প্রথমে

---

[৩৩] নিউএজ, ১০ নভেম্বর ২০১৫
[৩৪] যুগান্তর, ১৪ নভেম্বর ২০১৫

মৌখিকভাবে ও পরে লিখিত নির্দেশনার মাধ্যমে দেশের সব মোবাইল অপারেটর ও আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) অপারেটরকে সামাজিক মাধ্যমগুলো বন্ধ করতে বলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (বিটিআরসি)। সংস্থাটির সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগের সহকারী পরিচালক তৌসিফ শাহরিয়ার স্বাক্ষরিত নির্দেশনায় এই বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়। পরে একই রকম আরেকটি নির্দেশনায় লাইন, ট্যাংগো, হ্যাংআউটসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এপ্লিকেশনগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এছাড়া ১৮ নভেম্বর আনুমানিক বেলা ১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত সারাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়।[৩৫] উল্লেখ্য, এই বছরের জানুয়ারিতেও বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ২০দলের অবরোধ কর্মসূচির সময় 'নিরাপত্তার' কারণ দেখিয়ে ভাইবার, ট্যাংগো, হোয়াটস আপ, মাই পিপল ও লাইন বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার।[৩৬]

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ব্যবহার অব্যাহত

৪৩. *অধিকার* এর তথ্য মতে, ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ২৯ জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

৪৪. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখনো পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[৩৭] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং এই আইনকে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৪৫. ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর বিকৃত ছবি পোষ্ট করার অভিযোগে গত ৫ নভেম্বর লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর মার্টিন ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহানকে পুলিশ হাজিরহাট বাজার থেকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৩৮]

৪৬. *অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই তাঁকে গ্রেফতার বা হয়রানি করা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার। *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

---

[৩৫] নয়াগিন্ত, ১৯ নভেম্বরা ২০১৫

[৩৬] প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর ২০১৫

[৩৭] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদ- অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

[৩৮] প্রথম আলো ৭ নভেম্বর ২০১৫

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছেই

৪৭. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৩ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই মাসে ১ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র গুলিতে এবং ২ জন বিএসএফ'র নির্যাতনে আহত হয়েছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ২ জনকে বিএসএফ অপহরণ করেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৪৮. কোন প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ যখন তখন গুলি চালিয়ে বাংলাদেশের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা ও আহত করা অব্যাহত রেখেছে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিয়মিত বৈঠকে বারবার সীমান্ত হত্যার বিষয়টি তুলে ধরা হলেও সেটা বন্ধ করার প্রশ্নটি রুটিন মাফিক নিষ্ফল আশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, অর্থাৎ বিএসএফ সীমান্তে তাদের গৃহীত নীতি; দেখামাত্র গুলি করা থেকে একবিন্দুও সরে আসেনি।

৪৯. দু'দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অবৈধ অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত করে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু ভারত এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা বা আহত করছে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের আক্রমণ করছে।

৫০. গত ২৬ নভেম্বর ভোরে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের বিপরীতে ভারতের তারালী এলাকায় বিএসএফ'র ৭৬ ব্যাটালিয়নের তারালী ক্যাম্পের সদস্যদের গুলিতে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (৪৫) ও আব্দুল খালেক সরকার (৪০) নামে দুই বাংলাদেশী নিহত হয়েছে।[৩৭]

৫১. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের অন্য কোন দেশের বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৫২. ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে ৬ ব্যক্তি গণপিটুনীতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৫৩. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলতঃ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৪. নারী ও শিশুদের প্রতি ব্যাপক সহিংসতা নভেম্বর মাসে ঘটেছে। বাংলাদেশের নারীরা প্রতিনিয়তই যৌতুক সহিংসতা, ধর্ষণ, যৌন হয়রানী, এসিড ও পারিবারিক সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

---

[৩৭] প্রথম আলো, ২৭ নভেম্বর ২০১৫

যৌতুক সহিংসতা

৫৫.নভেম্বর মাসে ১৮ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১০ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৮ জন শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৫৬.গত ৫ নভেম্বর গাজীপুর জেলার টঙ্গীর জামাইবাজার এলাকায় শিউলি আক্তার নামে এক গৃহবধুর দুই চোখ তাঁর স্বামী জুয়েল চাকু দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলে তাঁকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখে চলে যায়। তাঁর চিৎকার শুনে প্রতিবেশী লোকজন পুলিশের সহয়তায় ঘরের তালা ভেঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। শিউলি আক্তার বলেন, পাঁচ বছর আগে তিনি জুয়েলকে বিয়ে করে। এটি শিউলির দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়ের পর থেকেই তিনি দেখছেন যে, জুয়েল নেশা করে। আগের স্বামীর কাছ থেকে তিনি যে সম্পত্তি পাবেন, তা এনে জুয়েলকে দেয়ার জন্য তাঁকে প্রায়ই মারধর করতো জুয়েল। গত ৭ নভেম্বর জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে শিউলি আক্তারের চোখে অপারেশন করা হয়। ডাক্তারা জানিয়েছেন যে, শিউলি আক্তার দুই চোখে আর কখনোই দেখতে পাবেন না।[৪০]

ধর্ষণ

৫৭.নভেম্বর মাসে মোট ৬০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২১ জন নারী, ৩৬ জন মেয়ে শিশু এবং ৩ জনের বয়স জানা যায়নি। ওই ২১ জন নারীর মধ্যে ১৫ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৬ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৫ জন গণধর্ষণের শিকার হয় এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এছাড়া একই সময়ে ১১ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৮.গত ৭ অক্টোর টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর উপজেলার লাঙ্গুলিয়া গ্রামে এক গৃহবধূ নলুয়া বাজারে আসেন কেনাকাটা করার জন্য। কেনাকাটা শেষে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন দুবৃর্ত্ত তাঁকে পাহাড়কাঞ্চনপুর বনে নিয়ে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় গৃহবধূটি গত ৮ নভেম্বর আল আমীন, জিতু মিয়া, নাজিম উদ্দিন, শাহাদাৎ হোসেন ও আবদুস সামাদকে অভিযুক্ত করে থানায় মামলা দায়ের করেন। ইতিমধ্যে পুলিশ অভিযুক্ত দুইব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।[৪১]

যৌন হয়রানি

৫৯.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে ২৩ জন নারী ও শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন; এর মধ্যে ৩ জন নিহত, ৪ জন আহত, ৪ জন লাঞ্ছিত এবং ১২ জন বখাটের হাতে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় ৫৯ জন পুরুষ যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে আহত হয়েছেন।

৬০.গত ৭ নভেম্বর মাগুড়া জেলার মহম্মদপুর উপজেলায় এক স্কুল ছাত্রী (এসএসসি পরীক্ষার্থী) তিন দুর্বৃত্তের হাতে লাঞ্ছিত হবার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। স্কুল ছাত্রীর মা জানান, তাঁর মেয়ে দুপুরে শিক্ষকের বাসা থেকে পড়া শেষে বাড়ী ফেরার পথে পলাশবাড়িয়া গ্রামে তুফান, ছন্টু ও ওহিদুল নামের তিন দুর্বৃত্ত

---

[৪০] প্রথম আলো, ৭ ও ৮ নভেম্বর ২০১৫
[৪১] যুগান্তর, ১০ নভেম্বর ২০১৫

তাঁর মেয়ের পথ রোধ করে এবং তাকে শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত করে। মেয়েটির চিৎকারে আশে পাশের লোকজন ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পরে বাড়িতে ফিরে এই ঘটনার কারণে দুঃখ ও ক্ষোভে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।[৪২]

এসিড সহিংসতা

৬১. নভেম্বর মাসে ১ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬২. গত ১৩ নভেম্বর রাতে দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার জয়নানধাত গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে একদল দুবৃর্ত্ত নার্গিস আক্তার (৩৫) নামে এক গৃহবধুকে তাঁর বাড়ির জানালা দিয়ে এসিড ছুঁড়ে মেরে পালিয়ে যায়। নার্গিস আক্তারের মুখ এবং শরীরের কিছু অংশ এসিডে পুড়ে গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাঁকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৪৩]

৬৩. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, আইন ও বিচার ব্যবস্থার ভয়াবহ অবনতির কারণে নারীসহ সাধারন জনগনের আক্রান্ত হবার ঘটনাগুলো ঘটছে এবং নারীরা এর শিকার হচ্ছেন ব্যাপকভাবে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানবাধিকার, সুশাসন ও সামজিক কর্মকাণ্ডে বাধা

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ফরেন ডোনেশনস (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিজ) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮এর মধ্যে নতুন বিধান অর্ন্তভুক্তি ও টিআইবির নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশ

৬৪. গত ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্র, সংসদ বা সংবিধান সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ফরেন ডোনেশনস (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিজ) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮ এর মধ্যে নতুন বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছে আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাব-কমিটি। ঐ সাব-কমিটি স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সঙ্গে আলোচনা করে উল্লেখিত বিলটি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সংশোধন করার জন্য সুপারিশ করেছে।[৪৪] উল্লেখ্য, গত ২৫ অক্টোবর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) বাংলাদেশ দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন সম্পর্কিত ‘পার্লামেন্ট ওয়াচ’ রিপোর্ট প্রকাশ করার সময় জাতীয় সংসদ একটি ‘পুতুল নাচের নাট্যশালায় পরিণত হয়েছে’ বলে মন্তব্য করার পর সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পর্যবেক্ষকরা বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেন। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, “এনজিও এর উচিত পরিসেবা সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত হওয়া; সংসদ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা তাদের উচিত নয়। মনে হচ্ছে, তাঁরা [এনজিও] রাষ্ট্র ও সরকারের

---

[৪২] যুগান্তর, ৮ নভেম্বর ২০১৫
[৪৩] ডেইলি স্টার, ১৫ নভেম্বর ২০১৫
[৪৪] নিউএজ, ১৮ নভেম্বর ২০১৫

সমান্তরাল হিসেবে চলার চেষ্টা করছে, যা তাদের এখতিয়ারের বাইরে"।[৪৫] এর প্রতিক্রিয়ায় গত ৯ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও সংসদে বিরোধীদল জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা টিআইবি'র বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামনকে 'অশিক্ষিত ডক্টরেট' আখ্যা দিয়ে বলেন, তিনি সংসদ ও সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এটা রাষ্ট্রদ্রোহ। এই জন্য তিনি রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হবেন।[৪৬] গত ১৮ নভেম্বর আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক সভায় জাতীয় সংসদকে 'পুতুল নাচের নাট্যশালা' বলে উল্লেখ করায় টিআইবি'র নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনজিও বিষয়ক ব্যুরো টিআইবি'র নিবন্ধন বাতিল করতে পারে বলে জানিয়েছেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।[৪৭]

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

৬৫. মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে এগুলো বন্ধ করার জন্য সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে *অধিকার* হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায়। আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয়। আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়। গত ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* কর্তৃক বহু বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুইটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়; যা আজ অবধি *অধিকার* ফেরত পায়নি। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকা- বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

৬৬. গত ৩০ অগাস্ট ২০১৫ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে AFAD, ALRC, FIDH, ভিকটিম পরিবার এবং অধিকার আয়োজিত 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষে ভিকটিম পরিবারগুলোর অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান হবার কথা থাকলেও জাতীয় প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষ তা হঠাৎ করে বাতিল করে দেয়। এই অনুষ্ঠান করার জন্য গত ১১ জুলাই প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়াম বুকিং দেয়া হয়েছিল এবং হলভাড়া পরিশোধ করা হয়েছিল। গত ২৯ অগাস্ট ২০১৫ বিকেল ৫.২০টায় প্রেসক্লাবের স্টাফ অধিকার কার্যালয়ে ফোন করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরীর

---

[৪৫] নিউএজ, ১১ নভেম্বর ২০১৫
[৪৬] প্রথম আলো, ১০ নভেম্বর ২০১৫
[৪৭] মানবজমিন, ১৯ নভেম্বর ২০১৫

নির্দেশে প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামের বুকিং বাতিলের কথা জানান। এর আগে দুপুরে গুমের শিকার ব্যক্তিদের কয়েকটি পরিবারকে বিভিন্ন অজ্ঞাত ফোন নম্বর থেকে ফোন করে উল্লেখিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার জন্য ভয়ভীতি দেখানো হয়। এছাড়া গত ৩০ অগাস্ট সারাদেশে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের মানবাধিকার রক্ষা কর্মীদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করে এবং এই দিন উপলক্ষে কোন কর্মসূচি পালন করা থেকে বিরত থাকতে বলে। গত ২৫ নভেম্বর নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা সারা দেশে র‍্যালি, মানববন্ধন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই কর্মসূচী পালন করতে যেয়ে মাদারীপুর ও ঠাকুরগাঁয়ে পুলিশ প্রশাসনের বাধার সম্মুখিন হন অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা ।

৬৭. এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য প্রায় দুই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

৬৮. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব সরকারের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বন্ধের জন্য সরকারকে সচেতন করা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের ব্যাপারে সোচ্চার থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কণ্ঠরোধ করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে

৬৯. বর্তমান সরকার মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সংগঠিত হবার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে সচেষ্ট রয়েছে, যা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা; নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

পরিসংখ্যান: ১-৩০ জানুয়ারি-নভেম্বর ২০১৫*													
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	মোট
**বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	১২	৩০	৯	৮	১৪	৬	৭	১৯	৯	৯	১৩	১৩৬
	গুলিতে নিহত	৫	৫	২	১	০	৩	০	০	৪	০	০	২০
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	০	০	১	০	০	০	০	১	০	৩
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	০	১	০	২	০	০	১	০	২	০	৬
	অন্যান্য	০	২	০	০	১	০	০	০	০	১	০	৪
	মোট	১৮	৩৮	১২	৯	১৮	৯	৭	২০	১৩	১৩	১৩	১৭০
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	১৬	৮	১	৩	০	০	০	২	১	০	৩৩
গুম		১৪	৯	১১	৩	৩	৩	০	২	০	১১	৩	৫৯
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	৫	১	৯	৩	৩	৫	৩	৪	৩	৩	৪১
	বাংলাদেশী আহত	১১	৭	৫	৪	২	৬	৫	৬	৭	৪	৩	৬০
	বাংলাদেশী অপহৃত	৪	৯	৩	০	০	১	৩	০	০	৫	২	২৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৬	৩	১৬	১৬	৫	০	৬	১	১	০	৭	৬১
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	০	২	১০	১৫	১	১	০	১	১	৩৩
	লাঞ্ছিত	২	১	০	০	০	০	০	৩	০	১	০	৭
	নির্যাতন	০	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	গ্রেফতার	২	০	১	১	১	০	১	১	০	১	০	৮
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৪৮	৪০	৩৩	১১	৫	১১	৫	১৩	৮	৭	৭	১৮৮
	আহত	১৯৪৭	৭২২	৫৮০	২৬২	২৭২	৩২০	৪৭৫	৪২৬	৫৬৪	৬৫৪	৫৫১	৬৭৭৩
যৌতুক সহিংসতা		১৩	১৫	১৫	১৩	১৭	১৪	২৩	১৭	১৭	৩০	১৮	১৯২
ধর্ষণ		৩৩	৪৫	৪১	৪৪	৮২	৬৫	৬৫	১০৮	১০৯	৯৪	৬০	৭৪৬
***যৌন হয়রানীর শিকার		১৯	৯	১৯	৬	৯	১৩	৫	৩৪	২৬	১৭	২৩	১৮০
এসিড সহিংসতা		৮	৪	৩	৫	৪	১	৫	৬	০	৮	১	৪৫
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১২	৭	৮	১৫	১৫	১১	৯	১৯	১১	৮	৬	১২১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার		১	২	৩	১	১	৬	২	৪	৭	১	১	২৯

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় ৫ টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

***গত ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে অনেক নারী যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে, যার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বলে পরিসংখ্যানে অর্ন্তভুক্ত করা যায়নি।

সুপারিশসমূহ

১. অস্থিতিশীল ও সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বন্ধের লক্ষ্যে অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। 'ক্রসফায়ার' ও 'বন্দুকযুদ্ধ'র নামে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে।

৩. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৪. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিস্এ্যাপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। অনলাইন পত্রিকার নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। আমারদেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমারদেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান[৪৮]সহ রাজনৈতিক কারণে আটককৃত সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৬. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা, সভা সমাবেশকে বাধাগ্রস্ত করা এবং সমস্ত দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকান্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। গণগ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

৭. ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাঁদের উপাসনালয়ে আক্রমণকারী ও তাঁদের সম্পদ দখলকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৮. বিএসএফ'এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সরকারকে প্রচলিত আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। এছাড়া সহিংসতা বন্ধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

---

[৪৮] মাহমুদুর রহমান ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কারাগারে আটক রয়েছেন।

১০. নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ওপর সরকারের নিবর্তনমূলক কর্মকা- বন্ধ করতে হবে। সরকারকে টিআইবি'র নিবন্ধন বাতিল করার চেষ্টা থেকে সরে আসতে হবে।

১১. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং *অধিকার* এর সমস্ত মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।